ভোরের কাগজ

MAR. 05 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা 3 ... কলাম 6

পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিসিপ্লিনের ওপর পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স চাই

সরকারি কর্মকর্তাদের জ্ঞানকে শানিত, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনে যথাযথ প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন কোর্স প্রভৃতির কোনো বিকল্প নেই। কথাটি সব দেশের জন্য কমবেশি প্রযোজ্য। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট যেমন পিএটিসি, বিএমআই, এলজিটিআই, ব্যাংকিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বিপিএমআই, স্কিটি (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট) প্রভৃতি রয়েছে। এ সব প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তাদের অবদান গতানুগতিকভাবে রেখে চলেছে। যদিও যুগোপযোগী সিলেবাস ও কারিকুলাম প্রণয়ন করে এ সব প্রশিক্ষণের স্বীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কোনোটিতেই পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিসিপ্লিনের ওপর একক স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ভিত্তিক কোনো প্রশিক্ষণেরই ব্যবস্থা রাখা হয়নি। অথচ বাংলাদেশের আর্থ-প্রাযুক্তিক সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রশাসনে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে এ বিষয়টির গুরুত্ব, অবদান, উপযোগিতা কতো যে অপরিসীম, তা বলে শেষ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে পিএটিসি, বিএমআই-এর মত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত ডিসিপ্লিনের ওপর যথাযথ ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। এতে অতিরিক্ত লোকবলেরও প্রয়োজন নেই।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান এবং আসিয়ান দেশসমূহ বিশেষত থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ায় উক্ত ডিসিপ্লিনের ওপর স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এবং সগৌরবে উক্ত ডিসিপ্লিনের ওপর প্রশিক্ষণ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে। মালয়েশিয়ার 'দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' (ইনস্টিটিউট টাদবিয়ান আওয়াম নেগারা-ইনটান)-এর পরিচালক, বিভিন্ন অনুষদের অন্যান্য পরিচালক, অনুষদ প্রধান, উপ-পরিচালক থেকে শুরু করে সব নির্বাহী/কর্মকর্তার, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিসিপ্লিনের ওপর স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা অর্জন করা বিশেষ যোগ্যতা হিসেবেই স্বীকৃত। অবশ্য চাকরি পূর্বকালীন।

উল্লেখ্য, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্তর দশকের গোড়ার দিকে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিসিপ্লিনের ওপর স্নাতক (সাম্মানিক), স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের বিভাগ খোলা হয়। পর্যায়ক্রমে, চট্টগ্রাম-রাজশাহী-জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিসিপ্লিন খোলা হয়। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে এ সব লোক প্রশাসন বিশেষজ্ঞ জাতিকে তাদের স্বীয় অবদান দিয়ে আসছে।

বাংলাদেশের আর্থ-প্রাযুক্তিক-সামাজিক উন্নয়ন, সরকারি কর্মকর্তাদের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধিকল্পে ও প্রশাসনে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষত সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, পিএটিসি, বিএআইসহ অপরাপর জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কর্ণধারদের কাছে প্রস্তাব রাখছি, বাংলাদেশের আমজনতার বৃহত্তর স্বার্থে ও একটি জাতীয় তথা রাষ্ট্রীয় গুণগত উৎকর্ষ সম্পন্ন প্রশাসনের স্বার্থে যথাশিগগির সম্ভব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিসিপ্লিনের ওপর স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হোক।

মোহাম্মদ রফিকুল্লাহ এমরান
বারিধারা, গুলশান, ঢাকা।